হৃদয় জানালা

কত দূরের মানুষটা হঠাৎই কাছের হয়ে যায়। যায় দু'টো কথা দিয়ে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। হয়তো এ কথায় নয় 'তোমার কথা মনে হয়' কিংবা 'তোমাকে সেদিন স্বপ্নে দেখেছি'। অথবা এর থেকেও সাধারণ কোনো কথা। যার সারকথা আমি তোমাকেই ভালোবাসি। চাইলে লিখতে পারেন হৃদয় জানালা'র পাতায়... দূরের মানুষটিকে কাছের করে নিন। করে নিন একেবারে আপন...

অ স ম্পূ র্ণ আ মি

বাইরে থেকে উচ্ছল, চঞ্চল, লাবণ্যময় আর আত্মসচেতন একজন মানব আমি। অথচ আমার একটা অসম্পূর্ণতা নিয়ে ভেতরের মন নামের দারোয়ানটি সর্বক্ষণ বিষাদময়, দঃখময় ও ক্লান্ত। এরই মাঝে প্রবাসে চলে যায় উত্তাল, ঐশ্বরিক, বৈচিত্র্যময় পাহাড়ি ঝর্ণা, আর খসে পড়া আকাশের বিজলী তারার মতোই, উদ্যম গতিতে জীবনের মূল্যবান পাঁচটি ফাল্গুনীর বসন্ত। চলমান প্রবাস জীবনে সব কিছু থেকেও হঠাৎ হৃদয়ের পুষ্প কাননে কিসের যেন অনুপস্থিতি, অভাব অনুভূত হয়। অনেক ভেবেচিন্তে জীবনের সব কিছু গুণ ভাগ করে হিসাব মিলিয়ে দেখা যায়, রিক্ত হৃদয়ের পুষ্প কাননে একজন ভালোবাসা নামের মালিনীটি সব সময় জীবন অঙ্কে গরমিল থেকে যায়। প্রতিটি মানুষই চাওয়া-পাওয়ার একগাদা আশা নিয়ে ভবিষ্যৎ স্বপ্নের জাল বোনে। তেমনি আমারও রয়েছে হৃদয়ের অনুভূতি, অভিলাষ আর ভালোবাসা নিয়ে আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন দেখা। নিঃসঙ্গতা আর গানকে সঙ্গী করে স্বপ্নের জাল আজও ভেসে চলেছে সময়ের স্রোতে। অজানা রয়ে গেছে কোন হৃদয় মোহনায় গিয়ে এর গতি রোধ হবে। হতাশ হইনি এখনও, হয়তো কোনো সুকমল হৃদয় আকাশের মেঘ, বৃষ্টি হয়ে আমার এ রিক্ত হৃদয়ের মরুভূমিকে সিক্ত করতে পারে। আজও রোদন ভরা হৃদয় নিয়ে পথ চেয়ে বসে আছি সেই পূর্ণতার প্রত্যাশায়।

Mr. Mizanur Rahman
Ch No-22, 125 Rue du, F.B.G. Temple, 75010 Paris, France

অবহেলার শেষ প্রান্তে সে আমি

একদিন আমার চেতনা বিকশিত হবে। নির্লিপ্ত হবে সমস্ত অপ্রত্যাশিত স্বপ্নগুলো, কোনো এক বিষণ্ন প্রান্তে দাঁড়িয়ে একাকিত্ব অশ্রুর জলধারা প্রবাহিত হবে। প্রত্যাশিত শব্দগুলো হারিয়ে যাবে অনাদরের প্রতি তেজস্বী বেগুনি রশ্মির প্রতিঘাতে। বিলুপ্ত হবে তীব্র কষ্টে সঞ্চিত ধূসর স্বপ্নেরা। অবহেলার অতি সূক্ষ্ম আঘাতে আমার স্মৃতি ভ্রষ্ট হবে। নিষ্প্রভ হবে আমার প্রত্যুশের স্বপ্নমালা। সেদিন হয়তো পাহাড় দ্বারা নির্মিত তোমার সেই হৃদয় বরফে পরিণত হয়ে অশ্রুধারায় প্রবাহিত হতে থাকবে কোনো এক অজানার মরুপথে। সেদিন হয়তো এই পৃথিবীর সমস্ত ফুলগুলো বিশৃঙ্খলিত হবে। সেদিন হয়তো উড়ন্ত আকাশের একঝাঁক পাখি নীড়হারা হয়ে খুঁজে বেড়াবে বিসর্জিত মানুষটিকে। সেদিন, সেদিন হয়তো তোমার অতি নিকট দিয়ে অতিবাহিত হবে কফিনে সাজানো চিরনিদ্রিত এক অবহেলিত মানুষ। সেদিন তোমার বুকফাটা আর্তনাদ থমকে দিতে পারবে না কফিনের কাছে চলমান মানুষদের। তখন কেউ তোমার পাশে এসে দাঁড়াবার থাকবে না একটু সান্ত্বনার ছোঁয়া দেয়ার। মনে রেখো, সেই তুমি, ভালোবাসা হারিয়ে যাবার নয়। হারিয়ে যাব আমি, ভালোবাসা চির জাগ্রত। অমানিশার কালো অন্ধকারে যা হয় আলোচিত। কি পেতে গিয়ে কি হারিয়ে ফেলেছি বুঝতে পারিনি কখনো জানতে চাইনি কখনো, জানিয়ে দিও। তোমাকে ভালোবাসতে গিয়ে কাঁপেনি কখনো বুক আর্তনাদে।

এস এম হাসান মামুন (সুমন), প্রযত্নে : মোঃ শামীম, লাইন নং-৫, বাসা নং এন/এ-১১৭, চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি

ব ড় শূ ন্য লা গে

জীবন বলে যে কিছু একটা এ পৃথিবীতে এখনো বিদ্যমান আছে, তা এখন আর মনেই হয় না আমার। কখনো ভাবিনি যে, জীবনের মাঝ থেকে আনন্দ-উচ্ছ্বাসগুলো হঠাৎ করে এমনভাবে হারিয়ে যাবে। যে জীবনকে নিয়ে এক সময় অনেক কিছু ভাবতাম, অনেক কিছু নিয়ে স্বপ্ন দেখতাম, আজ সে জীবন হয়ে গেছে ভাবনাহীন, চলছে অবিরাম উদাসীন পথে। জানি এই পথেরও একদিন সমাপ্তি ঘটবে। আর হয়তো সেই সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা ঘটবে অবহেলিত এই জীবনেও। কিছু সময় আসে যখন মাঝে মাঝে নিজেকে বড় একা লাগে। বড় শূন্য লাগে। নিজেরই অজান্তে হয়ে যায় অতীতের সঙ্গে কথোপকথন। থেমে যায়, ভেঙে যায় এই জীবনের সব কোলাহল। না পাওয়া জীবনের কিছু ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে গিয়ে জীবনের সব পরাজয়কেই মেনে নিয়েছিলাম দু'চোখ দিয়ে ঝরা অশ্রুকণা আর একান্ত কষ্টগুলো দিয়ে, এতোটুকু দুঃখ পাইনি এতে পৃথিবীর অহঙ্কারী সুখী মানুষগুলো আরও সুখী হবে ভেবে। ব্যর্থতা আর অবহেলাকে মেনে নিয়ে প্রায়শ্চিত্তের দরজায় দাঁড়িয়ে যখন মুঠো খুলি, চেয়ে দেখি, রেখায় রেখায়, শুধু দুঃখই লেখা। আর লেখা এই অহঙ্কারী সভ্য পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার নিখাদ তাগাদা। তোমরা দেখে নিও হে অহংকারী মানুষ, একদিন নীরবে নিভৃতে কাউকে কিছু না বলে তোমাদের সবাইকে সুন্দরভাবে জীবনের শেষ ফাঁকি দিয়ে, তোমাদের ছেড়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো দূরে, অনেক অনেক দূরে। ভয় পেয়ো না, কিছুই নেবো না সঙ্গে, তোমাদের শুধু নিয়ে যাবো আমার নীরব কষ্ট আর দুঃখগুলোকে। যা তোমরাই আমাকে দিয়েছিলো। তোমরা সুখে থেকো, তোমরা সুখী হও এই আমার প্রথম এবং শেষ জীবনের নিঃস্বার্থ কাম্য।

S.R.A.Shapon, Post Box No-1902, Al-Kharj-11942, K.S.A

তো মা কে খুঁ জি...

ভূমিষ্ঠে বেদনা দেখেছি, ভালোবাসায় প্রতারণা দেখেছি, সৃষ্টিতে ধ্বংস দেখেছি। দেখেছি বেদনায় সুখ, প্রতারণায় কষ্ট, ধ্বংসে আনন্দ। এই সুখ খুঁজে দেয় খুঁজে নেয় খুঁজে পায় মায়ের হাতে সন্তানের স্পর্শ, এক কিশোরের হাতে এক কিশোরীর হাত। এক বৃদ্ধার চোখে স্বপ্নিল আকাশ। কিন্তু আমার মনের আকাশ ...? আমার মনের আকাশে কোনো অচেনা নক্ষত্র অলৌকিত ছায়া হয়ে মম হৃদয় স্পর্শে আসবে কি...? হে সুনয়না সুহাসিনী, তোমার প্রতীক্ষায় প্রতিক্ষণে প্রহর গুনি আর ভেবে যাই মুদ্রার পিঠের মতো নেচে নেচে কষ্টগুলো সরে যাবে জলরাজ্যে। চোখের লাবণ্য ভেঙে উতরে উতরে নিদ্রিত স্বর্গ নদীর মতো যতোবারই চাই তোমায় অনুভবের ঠোঁটে খান খান কটাক্ষ বর্ষিত হবে আর তখনও কি তুমি রাখবে না আমার এ হাতে হাত...? ভূকম্পন শুরু হলে হৃদয়ের গর্ভাশয়ে ধসে পড়ে মৌনতার দেয়াল। অনুভবের উষ্ণ সান্নিধ্যে বিস্তীর্ণ আরণ্যকে ভালোবাসা চূর্ণবিচূর্ণ হয় আপ্লুত কৌনিক বিশ্বাসে। হে স্বপ্ন কন্যা, যৌবনের উদাসী ধান ক্ষেতের বুকে বৃষ্টি হয়ে তুমি কি আসবে না? আমি বিয়ের কথা ভাবছি, তুমিও কি কিছু ভাবছো? আমি ফর্সা। প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা। ভালো লাগে ভ্রমণ, সমুদ্র-পাহাড়, গান, কবিতা। ভালো লাগে অনেককিছু...।

এস ইমন, চৌধুরী ফার্মেসী, ফতুল্লাবাজার, নারায়ণগঞ্জ-১৪২১

চিরকুট

মেঘলা আকাশ

মেঘলা আকাশ। ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে, সেই সঙ্গে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। আমার হাতে ধূমায়িত এক কাপ চা। এই মুহূর্তে অভাবেবোধ করছি একজন ভালো বন্ধুর। কেউ কি ভালো বন্ধু হতে লিখবেন? আমি কে? সবুজে ঘেরা ক্যাম্পাস থেকে সদ্য পাস করে একটা চাকরিতে ঢুকেছি মাত্র। বাকি কথাগুলো বন্ধুর হাত বাড়ালে লিখব কেমন।

আসিফ, উপজেলা অফিসার্স ক্লাব
পোস্ট : রামপাল, জেলা : বাগেরহাট

সহজ সুন্দরীর খোঁজে

সুন্দর মনের এক সহজ সুন্দরীকে চাইছি যাকে আমি আজীবন ভালবেসে যেতে পারব দ্বীধাহীন মমতা নিয়ে। বিশ্বদ্যালয় জীবন শেষ করে একটি সম্মান জনক পেশায় আছি।নির্দ্বীধায় লিখুন ফোন নম্বর সহ---

বি.আলম, মায়া মঞ্জিল, ৮৭১ মধ্য মনিপুর (১মতলা), মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

এসো মালা গাঁথি

আমি ছোটবেলা হতেই বন্ধুত্ব পছন্দ করি। ছোট বড় ভেদাভেদ ভুলে শুধুই বন্ধুত্ব। বয়সের সীমানা, ধর্মের সীমানা, সাদা-কালোর সীমানা কোনো কিছুই এ বন্ধুত্বে বাদ সাধতে পারবে না। সুতরাং লিখো দু' চোখে নক্ষত্র এঁকে, সতেজ, সজীব, প্রাণবন্ত হয়ে বসন্তের বৃক্ষের মতো।

'তুমি যদি লিখো সাজিয়ে কথা
খুব খুব বড় করে।
আমিও কিন্তু গাঁথিব মালা
শুধু তোমার তরে।'

জামাল আফগানী, ২১৫, শেখ মুজিব হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বন্ধুত্ব এবং...

নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্ত করার মতো কেও কি আছো? মুক্ত চিন্তার অধিকারী সুন্দরী, বুদ্ধিমতি, দুষ্ট, যে আমার জন্য কিছুটা সময় নষ্ট করবে মাঝে মাঝে আড্ডা দিয়ে। হয়তো শুধুই বন্ধুত্ব অথবা...

জন্ম: ৫-১২-৮২

যোগাযোগের ঠিকানা :

Rony, 20/C DCC, Staf quarter, Dhaka-1203

ও গো দুঃখ জাগানিয়া

আমার এই কথাগুলো যদি অন্য কেউ লিখতো যার সব জিনিস লিখে বোঝাবার মতো ভাষা আছে, সব কিছু উপলব্ধি করার মতো হৃদয় আছে, আর সবার ওপরে আছে এক সহনশীল মন– তাহলে হয়তো এর সত্যিকার রূপটি তোমার কাছে ধরা পড়তো। তাহলে তুমি বুঝতে পারতে আমি কিসের ওপর, কেমন করে ও কিসের আশায় বেঁচে আছি। আমার সে ভাষা নেই যে ভাষার সাহায্যে তোমার কাছে আমার মানসিক অস্থিরতা পৌঁছে দিতে পারবো। যখন দুপুর বেলাগুলোকে প্রথমে মনে হলো ক্লান্ত, আর সন্ধ্যার বাতাসকে মনে হলো নিজের হৃদয়েরই প্রতিধ্বনি, সে সময়ের কথা তোমাকে শোনাতে ইচ্ছা করছে এখন। রোদের ঝলক থেকে তুমি এক লুকানো মুখ যে আমায় প্রেমের সবক শিখিয়েছিলে, তুমুল উল্লাসে নিজেকে ভেঙেছিলাম তোমাকে সাজাবো বলে। তোমার ভালোবাসা পাবার আশায় আমি ধ্যানমগ্ন হতাম সৃষ্টিকর্তার পরেই তোমার প্রার্থনায়। ভালোবাসার আকাশ বাতাস এক চোখে সব সময় এক রকম থাকে না, আর আমাদের ভালোবাসা কোনো কারণে একাকী করেছে দু'জনকে সেটা আমার চিরদিনের অজানা বিষয় হয়ে রইল। যে তুমি আমার মঙ্গলকামী ছিলে সেই তুমি আজ দুঃখ ভোগের অভিশাপ দিচ্ছো। তুমি ঘরে ফিরতে চেয়েছিলে, বহু কাছের মানুষ তুমি আজ স্বপ্নের ঘরে। কিন্তু অন্য অনলে ছারখার আমার স্বপ্নের ঘর। জীবনের দাবি বেশি কিছু ছিলো না, তবুও বিভ্রান্ত হলাম– কিছু ভাঙচুর ব্যস্ততা নিয়ে আমিও সচ্ছল। তবুও ওগো দুঃখ জাগানিয়া...

তোমার আমি, চাঁদপুর থেকে

হারিয়ে যাওয়া ববি আমার

'২৪৬৫১৬'-এ ফোন নাম্বারটিতে কেন আমার পরিচিত। কণ্ঠস্বরটি আমি আর শুনতে পাই না? তুমি নিশ্চয়ই এখন জান, প্রায় বছরখানেক যাবৎ আমি বিদেশে আছি। মাস তিনেক আগে দেশে যাবার পর তোমার অনেক খোঁজ নিয়ে গেন্ডারিয়া ছেড়ে চলে যাওয়া লক্ষ্মীবাজারের ঠিকানা বের করতে পারিনি। তাই আর যোগযোগ হলো না। কিন্তু বিদেশের মাটিতে শত ব্যস্ততার মাঝেও ববি নামের সে প্রিয় মুখখানি আজও আমার হৃদয় জানালায় উঁকি দেয় সর্বদা, সারাক্ষণ।

Sabuz, Via Calavena Bassa-56, 36071, Arzignano, Vicenza, Italia

সাধারণ মেয়ে

আমার নাম রূপা। বিএ পড়ছি। আর দশটা মেয়ের মতো আমিও অতি সাধারণ স্বপ্ন দেখি। আমার স্বপ্ন টিনের ঘরে বৃষ্টির শব্দ তার সামনে দেশী ফুলের বাগান, বারান্দায় দুটো সাধারণ কাঠের চেয়ার, বৃষ্টির দিনে প্রিয় মানুষের সঙ্গে চেয়ারে বসে চা আর ঝালমুড়ির একান্ত আড্ডা। কিন্তু যাকে নিয়ে আমার এ স্বপ্ন সেই স্বপ্নের মানুষের দেখা আজও পায়নি। যে আমার জীবনে আসবে ভোরের শিশিরের মতো কিংবা চৈত্রের এক পশলা বৃষ্টির মতো। যার সদা হাসি-খুশি মুখটি আমাকে মুগ্ধ করবে। যে সুখে-দুঃখে সব সময় ছায়ার মতো আমার সঙ্গী হয়ে থাকবে। যার ভালোবাসায় কোনো অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা থাকবে না। আর এমন কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চাই। এমন কেউ আছে কি? মেডিকেল কিংবা বুয়েট থেকে পাস করা যারা জীবনসঙ্গী খুঁজছেন এমন কেউ, সুন্দর মনমানসিকতা ও মোটামুটি দেখতে সুন্দর ব্যক্তিদের নিম্ন ঠিকানায় লেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

রূপা, প্রযত্নে : পোস্ট মাস্টার, ময়মনসিংহ
মেডিকেল, হাসপাতাল, চরপাড়া
ময়মনসিংহ

আসবে কিনা

জানি না তুমি আসবে কিনা এই সন্ধানী পথিকের পাশে। বসন্তের ফাল্গুনীরূপে কুমারী মেয়ের সাজে। আসবে কিনা জানি না। হয়তো আমাকে পাবে তোমার সারা জীবনের মাঝে। বিশ বছরের একাকী জীবনের তরী পাড়ি দিয়ে আজ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষে উপনীত হয়েছি। মনের জানালায় উঁকি দিয়ে গেছে জীবনের কত সুপ্ত স্বপ্ন। দুর্ভাগ্য আজও বাস্তবায়িত হয়নি, ডানা মেলে নীল আকাশে উড়তে পারেনি একটি স্বপ্নও। তাই তো আজও আমি একা, বড় একা, বেদনাময়ী আমার নিষ্পাপ হৃদয়টা। আসবে কি তুমি? এসো। পাবে আমায়।

সুমন, রুম-১৮০, এসএম হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়